ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

কিভাবে আমরা দামস্তর নির্ধারিত হয় বা দামস্তরের ওঠানামা কেন হয় – সে সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ক্লাসিক্যাল অর্থনীতি বিদগণ (অ্যাডাম স্মিথ থেকে মার্শাল) দামস্তর এবং পরিবর্তনের জন্য অর্থের পরিমাণের পরিবর্তনকেই দায়ী করেছেন। classical অর্থনীতি বিদগণের মতে দামস্তর ও অর্থের পরিমাণের মধ্যে সমানুপাতিক সম্পর্ক। যেমন অর্থের পরিমাণ দ্বিগুণ হলে দামস্তরও দ্বিগুণ হবে আবার অর্থের পরিমাণ কমে অর্ধেক হলে দামস্তরও কমে অর্ধেক হবে। এটিই অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের মূলকথা। এই তত্ত্বটি 1586 সালে সর্বপ্রথম প্রচারিত হলেও 1911 সালে মার্কিন অর্থনীতিবিদ আরভিং ফিশারের হাতে পূর্ণাঙ্গরূপ লাভ করে।

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্ব

ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটি কতগুলি অনুমানের উপর প্রতিষ্ঠিত। অনুমানগুলো হলো -

(ক) দেশে সকল সময়েই পূর্ণনিয়োগ থাকে, অর্থাৎ দ্রব্যসামগ্রীর যোগান বৃদ্ধি করা অসম্ভব নয়।
(খ) দেশে চাহিদা ও যোগানের ভারসাম্য থাকে - 'Say'র বিধির কার্যকারী হওয়ার জন্য।
(গ) অর্থের পরিমাণ পরিবর্তনের ক্ষেত্রে আর্থিক কর্তৃপক্ষ স্বাধীনভাবে নিয়ে থাকে।
(ঘ) অর্থের প্রচলন বেগ স্থির ধরে নেওয়া হয়।
(ঙ) অর্থ মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

অধ্যাপক ফিশার একটি অভীকরণের মাধ্যমে অর্থের পরিমাণ তত্ত্বটিকে ব্যাখ্যা করেছেন। যদি ধরা হয় কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ে দেশে দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন ও বিক্রীর পরিমাণ T এবং ওই সময় দ্রব্যসামগ্রীর গড় দাম P, তাহলে PT হলো মোট লেনদেনের আর্থিক মূল্য। আবার যদি ধরা হয় দেশের মোট অর্থের পরিমাণ M এবং প্রতি হাতবদলে অর্থ গড়ে 'V' বার ব্যবহৃত হয় অর্থাৎ অর্থের প্রচলন বেগ V তাহলে ঐ নির্দিষ্ট সময়ে লেনদেনের আর্থিক মূল্য MV। সুতরাং দেখা যাচ্ছে MV এবং PT উভয়েই লেনদেনের মোট আর্থিক মূল্যকে প্রকাশ করছে। সুতরাং PT এবং MV সকল সময়েই সমান হবে। অর্থাৎ $PT \equiv MV$ — এটিকে ফিশারের অভীকরণ বলা হয়। এটি অভীকরণ কি না আসলে একটি অভেদ অর্থাৎ এটি সকল সময়ে সত্য।

$MV = PT$ — এটিকে অভেদ হিসাবে না দেখে অভীকরণ হিসাবেও বিচার করা যেতে পারে। যে পরিমাণ দ্রব্যসামগ্রী বাজারে বিক্রীর জন্য যোগান করা হয় আর্থিক মূল্য অর্থাৎ PT হলো আর্থিক চাহিদা। ফিশারের তত্ত্বে অর্থকে অর্থাৎ মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবেই ব্যবহৃত হয় কারণ দ্রব্যসামগ্রী ক্রয়কারীর জন্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসাবে ব্যবহার করতে কারো অর্থ লাগবে এটি আর্থিক চাহিদা। যেহেতু ধরা হয় দেশে মোট উৎপাদন ও বিক্রীর পরিমাণ T এবং দামস্তর P কাজেই আর্থিক চাহিদা PT। আবার যদি ধরা যেহেতু ধরা হয় দেশে মোট আর্থিক পরিমাণ M এবং প্রতি হাতবদলে অর্থ লেনদেনের কারণে V বার ব্যবহৃত হয় তাহলে অর্থের কার্যকরী যোগান হবে MV। কাজেই $PT = MV$ (অর্থাৎ আর্থিক চাহিদা = আর্থিক যোগান) আর্থিক বাজার ভারসাম্য সম্ভব।

যদি $PT = MV$ হয় তাহলে আমরা পাই $P = \frac{MV}{T}$। যেহেতু ধরে নেওয়া হয়েছে দেশে সকল সময় পূর্ণনিয়োগ বজায় থাকবে কাজেই T স্থির বা থাকবে। আবার যেহেতু V

করা হয়েছে 'V' অর্থাৎ অর্থের প্রচলন বেগ স্থির। কারণ $P = \frac{M\bar{V}}{\bar{T}}$। যেহেতু V এবং T স্থির, সুতরাং কর্তৃপক্ষ যদি M বাড়ায় তাহলে ফিশারের সমীকরণটি ঠিক রাখার জন্য P অবশ্যই বাড়বে এবং M যে হারে অনুপাতে বাড়বে P ও সেই অনুপাতে বাড়বে। আবার যদি কর্তৃপক্ষ M কমায় তাহলে P ও সেই অনুপাতে কমবে। অর্থাৎ দেশে অর্থের পরিমাণ যে হারে পরিবর্তিত হবে দামস্তর ও সেই হারে পরিবর্তিত হবে। এইভাবে অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে একটি প্রত্যক্ষ ও সমানুপাতিক সম্পর্ক রয়েছে।

সমালোচনা :- ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের নিম্নলিখিত সমালোচনার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে -

(i) ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে দেশে সকল সময়েই পূর্ণনিয়োগ রয়েছে এবং এজন্য 'T' এর মান স্থির। কিন্তু বাস্তবে পূর্ণনিয়োগ নাও থাকতে পারে, সেক্ষেত্রে M বাড়ার সাথে সাথে 'T' ও বাড়বে এবং M ও P এর প্রত্যক্ষ সানুপাতিক সম্পর্ক পাওয়া নাও যেতে পারে।

(ii) ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে ধরে নেওয়া হয়েছে যে অর্থের প্রচলন বেগ বা 'V' স্থির থাকে। কিন্তু এই অনুমানটি সঠিক নয়। যদি অর্থের প্রচলন বেগ, 'V' পরিবর্তিত হয় তাহলে অর্থের পরিমাণ ও দামস্তরের মধ্যে প্রত্যক্ষ সানুপাতিক সম্পর্ক পরিলক্ষিত নাও হতে পারে।

(iii) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে বলা হয় অর্থের পরিমাণ (M) বাড়লে দামস্তর (P) বাড়বে। কিন্তু M বাড়লে কিভাবে P বাড়বে সে সম্পর্কে কিছু বলা হয় নি।

(iv) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে MV = PT নামক যে সমীকরণের সাহায্যে P নির্ধারণ করা হয় সেটি আদৌ সমীকরণ নয়, সেটি একটি সত্যের অংশ। MV ও PT যদি সব সময় সমান হয় তাহলে উহাদের সমতার সাহায্যে P নির্ধারণ করা যায় না।

(v) কেইনসের মতে দামস্তর শুধুমাত্র অর্থের যোগানের উপর নির্ভর করে না। দামস্তর নির্ধারণের সামগ্রিক চাহিদা, যোগান এবং সঞ্চয়ের দ্বারা নির্ধারিত হয়। উপরন্তু সঞ্চয় বৃদ্ধির অর্থ হলো কম কার্যকরী চাহিদার বৃদ্ধি। পূর্ণনিয়োগ স্তরে পৌঁছানোর পর সঞ্চয়সমূহ কার্যকরী চাহিদা বেড়ে গেলে দামস্তর ও বৃদ্ধি পায়।

(vi) অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে অর্থের চাহিদা ও অর্থের যোগান নির্ধারণের ব্যাপারে সুদের হারের কোন ভূমিকা নেই। এটি অবাস্তব। অর্থের যোগানের মধ্যে যদি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্ক সৃষ্ট ঋণ অর্থকে ধরা হয় তাহলে অর্থের যোগান অবশ্য সুদের হারের পরিবর্তনের সাথে পরিবর্তিত হবে।

(vii) সঞ্চয়ের অন্যতম হিসাবে অর্থের কাল্পনিক ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বে স্বীকার করা হয় নি।

পরিশেষে, সাধারণ অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি হওয়াই দামস্তরের বৃদ্ধি অর্থে; যেমন- যুদ্ধ, উৎপাদন ব্যয় বৃদ্ধি ইত্যাদি। এই তত্ত্ব অর্থের পরিমাণের উপর অধিক গুরুত্ব আরোপের দোষে দুষ্ট।

তথাপি ফিশারের অর্থের পরিমাণ তত্ত্বের গুরুত্ব অস্বীকার্য। পৃথিবীর কিছু দেশে যখনই অর্থের যোগান অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে তখনই মুদ্রাস্ফীতির ছায়া দেখা গেছে। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্মপন্থা নির্ধারণে এই তত্ত্বটির গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না। মুদ্রাস্ফীতি ও মন্দা নিয়ন্ত্রণের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অর্থের যোগান হ্রাস ও বৃদ্ধি করে থাকে